W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 224/WBHRC/SMC/2017

Date: 17. 11.2017

Enclosed is the news item appearing in the Eiasamay' a Bengali daily dated 17. 11 2017, captioned 'র‍্যাগিংয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে 'বৈঠকে' উপাচার্য, বিক্ষোভ'.

The Registrar, Calcutta University is directed to file a report by 15th December. 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

র‍্যাগিংয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে ‘বৈঠকে’ উপাচার্য, বিক্ষোভ

রাতভর বেনজির অবস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

এই সময়: নিউ ল হস্টেলে র‍্যাগিংয়ে জড়িতদের সাজার দাবিতে উপাচার্যের ঘরের বাইরে বুধবার রাতভর অবস্থান বিক্ষোভ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। যদিও উপাচার্য, রেজিস্ট্রার-সহ কোনও কর্তাকে আটকানো হয়নি। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যান। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-উপাচার্য (অর্থ) মীনাক্ষী রায় ওই হস্টেলে গিয়ে আবাসিকরে সঙ্গে কথা বলেন। ঘণ্টাখানেক তাঁরা হস্টেলে ছিলেন।

শেষ কবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে টানা আন্দোলন হয়েছে, তা মনে করতে পারছেন না অভিজ্ঞ মানুষেরা। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, উপাচার্য আক্রান্তদের সঙ্গে কথা না বলেননি। উল্টে অভিযুক্তদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অভিযুক্তদের সাজার দাবিতে উপাচার্যের সদ্য রং করা ঘরের বাইরে পোস্টার, ফেস্টুন লাগিয়ে শ’খানেক পড়ুয়া আন্দোলনে নেমেছেন। উপাচার্য যে অভিযুক্তদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, সে ব্যাপারে ক্যাম্পাস জুড়ে পোস্টার ফেলা হয়েছে। এই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিক্ষামহলে। যদিও উপাচার্য সে কথা অস্বীকার করেছেন।

হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠার পর থেকেই কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বার বার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। র‍্যাগিংয়ের মতো সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কেন জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

উপাচার্য অবশ্য বলেন, ‘র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আমরা ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান কমিটি গড়েছি। যে হস্টেলে ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে পুলিশ পোস্টিং করা হয়েছে।’ অভিযুক্তদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে উপাচার্যের উত্তর, ‘আমি এমন কোনও বৈঠক করিনি। কারা অভিযুক্ত, তাদের চিনিও না।’

গত ৮ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ ল হস্টেলে একদল প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে র‍্যাগিং করা হয় বলে অভিযোগ। ৯ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। কিন্তু ১৩ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে গত সোমবার সংবাদমাধ্যমে চর্চা শুরু হওয়ার পরে উপাচার্য জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে অভিযোগ এলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন। অথচ যে অভিযোগপত্রটি প্রকাশ করা হয়, তাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, ওই চিঠি ৯ তারিখ গ্রহণ করেছে উপাচার্যের দপ্তর।

কী অভিযোগ জানানো হয়েছে? হস্টেলটির একাধিক পড়ুয়া দাবি করেন, পরিচয় দেওয়ার নাম করে হস্টেলে খাওয়ার পরে একদল সিনিয়র পড়ুয়া প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ঘরে ডাকত। তারপর শুরু হত অকথ্য অত্যাচার। জোর করে অশালীন নাচ-গান, অঙ্গভঙ্গি করানোর পাশাপাশি বিকৃত কামের অভিনয় করে দেখানোর কথাও বলা হত বলে অভিযোগ। না করলেই চলত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

সংবাদমাধ্যমে এ কথা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই অভিযোগকারীদের উপরে নতুন করে নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ প্রত্যাহারের একটি চিঠি যেমন সামনে আসে, তেমনই জোর করে ওই অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে পাল্টা আরও একটি চিঠি জমা পড়ে উপাচার্যের কাছে। সব মিলিয়ে র‍্যাগিংকে কেন্দ্র করে অস্থির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বুধবার দুপুর থেকে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবিতে অবস্থানে বসেন আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা। আন্দোলনকারী ছাত্র খোকন রায়ের বক্তব্য, ‘আমরা ওই হস্টেলে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছি। অভিযোগ তুলে না নিলে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অথচ উপাচার্য আমাদের সঙ্গে কথা না বলে অভিযুক্তদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করছেন।’ আর এক ছাত্রী, বিডন হস্টেলের আবাসিক মাম্পি মণ্ডলের বক্তব্য, ‘যতক্ষণ না আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা উঠব না। র‍্যাগিংয়ের মতো অভিযোগ নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকলে তা অন্য হস্টেলেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।’ এই চাপের মুখে বৃহস্পতিবার নড়েচড়ে বসেন কর্তৃপক্ষ।

যদিও তাঁদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। ইউজিসির সঙ্গে র‍্যাগিং নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী কুশল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষের থানায় এফআইআর করা উচিত। অভিযোগকারীদের নিরাপত্তা দিতে শুধু পুলিশ মোতায়েন করলেই হবে না, জুনিয়র ছাত্রদের সিনিয়রদের থেকে আলাদা রাখতে হবে। যদি একসঙ্গে রাখতেই হয় তাহলে পর্যাপ্ত সিসিটিভি, নিরাপত্তারক্ষী, অ্যালার্ম বেলের মতো ব্যবস্থা করা দরকার।’

এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠছে তা নিয়ে আইনজীবী অরিন্দম দাস বলছেন, ‘কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনে নালিশ জানানো যেতে পারে। ইউজিসির কাছেও নালিশ করা যায়। অভিযোগকারী যদি সংখ্যালঘু বা দলিত সম্প্রদায়ের হন, তা হলে সংশ্লিষ্ট কমিশনেও অভিযোগ করা যেতে পারে। অভিযোগ সত্যি হলে জরিমানা তো হতেই পারে এমনকি সরকারি অর্থ সাহায্য বন্ধ করা, স্বীকৃতি খারিজ পর্যন্ত হওয়ার সংস্থান আছে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের হওয়ার সুযোগও আছে।’

র‍্যাগিং-সমাচার

হস্টেলে পুলিশ (বাঁ দিকে) সেই পোস্টার — এই সময়

● ইউজিসি-র চোখে র‍্যাগিং কী?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হস্টেলে পড়ুয়াদের একে অন্যকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে, যৌন হেনস্থা-সহ শারীরিক অথবা মানসিক আঘাত দেওয়া, কটূক্তি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে বাধ্য করা। তা ছাড়া ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও পড়ুয়াকে যা করতে বলা হবে, তা-ই র‍্যাগিংয়ের আওতায় পড়বে

● কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকলে কী করা যেতে পারে?

ভারত সরকারের অ্যান্টি র‍্যাগিং হেল্প লাইন ১৮০০ ১৮০ ৫৫২২ অথবা helpline@antiragging.in - এ অভিযোগ জানানো যেতে পারে

● রাজ্যের র‍্যাগিং আইনে সাজা কী?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার। দু’বছর পর্যন্ত জেল, কিংবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই

● কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধি কী বলছে?

৩২৩ ধারা: ইচ্ছাকৃত আঘাত করা

সাজা: ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

৫০৬ ধারা: অপরাধমূলক ভীতি-প্রদর্শন

সাজা: ২ বছরের জেল